সংবাদ

তারিখ 19 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একাদশে ভর্তি জটিলতায় ছয় জেলায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী

- উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থী-অভিভাবক
- সমস্যাটি দেশের সব শিক্ষাবোর্ডের
  —— চেয়ারম্যান কুমিল্লা বোর্ড

জাহিদুর রহমান, কুমিল্লা

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদনের ভিত্তিতে মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা গত বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের এক মাসের অধিক সময় পেরিয়ে গেলেও ভর্তির মুল কাগজ একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এ পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলোতে সরবরাহ করতে পারেনি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নিয়ে অনেকটা জটিলতায় পড়েছে বোর্ডের অধীন ৬ জেলার প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী গতকাল থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং আগামী ২২ জুনের মধ্যে মনোনীত

একাদশে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

একাদশে : ভর্তি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীদের কলেজে ভর্তি হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিপত্র অনুযায়ী মনোনীত শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেছেন অভিভাবকরাও। তবে মনোনীত এসব শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বোর্ড থেকে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকায় বিপাকে পড়েছে কলেজের ভর্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তবে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ সমস্যাটি শুধু কুমিল্লা বোর্ডেরই নয়, এটা দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের।

জানা যায়, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরসহ ৬টি জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। গত ১১ মে কুমিল্লা বোর্ডসহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর অধীনে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। কুমিল্লা বোর্ড সূত্র জানায়, এ বছর ১ লাখ ৬০ হাজার ৫১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৮৩৩ জন পাস করেছে। এ বোর্ডে সম্মিলিত পাসের হার ৮৪ শতাংশ। পরে গত ৮ জুন প্রকাশিত পুনঃনিরীক্ষণের ফলাফলে ৩৬৫ জনের ফল পরিবর্তন হয়। এর মধ্যে অকৃতকার্য আবেদনকারীদের থেকে ১২৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। উভয় ফলাফলে এ বোর্ডের অধীনে ৬টি জেলার ১ লাখ ৩৪ হাজার ৯৬১ জন শিক্ষার্থী পাস করে। এসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে জিপিএ-৫ অর্জন করে ৬ হাজার ৯৮৪ জন। এদিকে ফলাফল প্রকাশের পর এক মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ এসব শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট হাতে পায়নি। উত্তীর্ণ এসব শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তির জন্য অনলাইন এবং টেলিটক মোবাইলের খুদে বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে গত ২৬ মে পছন্দের কলেজে আবেদন করে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এরই মধ্যে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদনের ভিত্তিতে মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা গত বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয় এবং মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী গতকাল থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট গতকাল পর্যন্ত শিক্ষার্থী তো দূরের বিষয় কোন প্রতিষ্ঠানেই পৌঁছেনি। এদিকে কুমিল্লা মহানগরীর খ্যাতনামা কলেজ-কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা সরকারি কলেজ ও কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেয়া ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীকে ১৮ জুন থেকে ২২ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হিসেবে এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টসহ ২ সেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে। এসব কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক এ নির্দেশনা অনুযায়ী ভর্তি কমিটি সংশ্লিষ্টরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। কিন্তু একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট না থাকায় ভর্তি নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। কুমিল্লা সরকারি কলেজে ভর্তিচ্ছু একাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ হয়েছে এবং ভর্তির সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ হিসেবে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এখনও স্কুলেই আসেনি। একাধিকবার স্কুলে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি, তারা জানিয়েছেন যে বোর্ড থেকে এখনও দেয়া হয়নি। এখন কিভাবে ভর্তি সম্পন্ন হবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি। জানতে চাইলে কুমিল্লা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রাশেদা আক্তার জানান; অন্যান্য বছর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময়ই আমরা শিক্ষার্থীদেরকে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট সরবরাহ করেছি। এ বছর বোর্ড থেকে সরবরাহ না করায় আমরা শিক্ষার্থীদেরকে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট দিতে পারিনি। এরপরেও যাতে ভর্তি কার্যক্রমে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র অনলাইন মার্কশিট দেখে সরবরাহ করা হয়েছে। নগরীর নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোকসানা ফেরদৌস মজুমদার জানান, এ বিদ্যালয় থেকে এ বছর ৩৫২ জন্য শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু বোর্ড থেকে এ পর্যন্ত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট না পাওয়ায় আমরা শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করতে পারিনি। তিনি বলেন, একাদশে ভর্তি কার্যক্রমের সময় কলেজগুলো সাধারণত বোর্ডের সাথে সমন্বয় করেই কাজ করে থাকে। আমি আশা করছি শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য যত দ্রুত সম্ভব একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট সরবরাহ করবে বোর্ড। এরমধ্যে যেসব কলেজে আগেই ভর্তি হতে হয়, ওইসব কলেজের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যালয় কর্তৃক প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। এরপরও যদি সমস্যা হয় সংশ্লিষ্ট কলেজ অনলাইনে শিক্ষার্থীর ফলাফল যাচাই-বাছাই করে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে, এতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এদিকে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদানে বিলম্বের বিষয়ে বোর্ডের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ছাপানোর লক্ষ্যে ঢাকার সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে কাগজ ও ফরম্যাট সরবরাহ করা হয়। এসব সরবরাহের জন্য বোর্ডের পক্ষ থেকে পরীক্ষার অন্তত ৬ মাস আগেই টাকা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ কাগজগুলো দেশের বাইরে থেকে আনা হয়, তাই ওই প্রিন্টিং প্রেসের সরবরাহ কাগজ ও ফরম্যাট ছাড়া অন্য কোন লোকাল কাগজে ছাপাতে পারেনি বোর্ড কর্তৃপক্ষ।